নওসিন

শরবত নিসওয়ান

বিবরণ ঃ

নওসিন জরায়ু উদ্দীপক কার্যকারিতার মাধ্যমে ঋতুস্রাব নিয়মিত করে। ডিম্ব কোষ কলায় ইহার উদ্দীপনার ফলে অভ্যন্তরীন হরমোন নিয়মিত নিঃসরনে সহায়তা করে। ইহা এন্ডোমেট্রিয়ামের ক্ষয়পূরণ ত্বরান্বিত করে এবং জরায়ুর অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রদাহরোধী ক্রিয়ার ফলে ইহা জরায়ুর প্রদাহ সারিয়ে তোলে এবং এর সংকোচনরোধী ক্রিয়া জরায়ুর ব্যথা দূর করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী ও রক্তবর্ধক বৈশিষ্ট্যের কারণে নওসিন রক্ত স্বল্পতা এবং জরায়ুর অনিয়মজনিত সাধারণ দূর্বলতায় উপকারী।

উপাদান ঃ

প্রতি ৫ মি.লি. নওসিন সিরাপে আছে নিম্নোক্ত ভেষজ সমূহের নির্যাস ঃ

ক্রঃ নং	ইউনানী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমান
১	অশোক ছাল	*সারাকা ইনডিকা*	২৫০ মিগ্রা
২	অশ্বগন্ধা	*উইথানিয়া সমনিফেরা*	১২৫ মিগ্রা
৩	চোবচীনী	*স্মাইলাক্স চায়না*	৬২.৫ মিগ্রা
৪	ওলট কম্বল	*এব্রোমা অগাস্টা*	৬২.৫ মিগ্রা
৫	সর্পগন্ধা	*রাউলফিয়া সার্পেনটিনা*	৫০ মিগ্রা
৬	মাদ্দাতুল-হাদীদ	*ফেরাস সালফেট*	১০ মিগ্রা

সুত্র ঃ শরবত নিসওয়ান, বা, জা, ই, ফ

নওসিন সিরাপে ব্যবহৃত ভেষজ সমূহের ঔষধি গুণাগুণ ঃ

১. অশোক ছাল *(সারাকা ইনডিকা)*- ইহা অত্যাধিক রজঃস্রাব, ব্যথাযুক্ত ঋতুস্রাব এবং এসব কারণে অবসাদ হলে তার চিকিৎসায় কার্যকর। ইহা শ্বেতপ্রদরের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়। অশোক ছাল শক্তিশালী সংকোচক, শীতলকারক, পরজীবি নাশক, শান্তকারক, জ্বর নাশক এবং জরায়ুর উত্তেজনা প্রশমক। ডিম্বকোষ কলার উপর এর প্রভাবেই এস্ট্রোজেন হরমোনের ন্যায় ক্রিয়া করতে পারে, যা এন্ডোমেট্রিয়ামের ক্ষত সারিয়ে তোলে এবং রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করে।

২. অশ্বগন্ধা *(উইথানিয়া সমনিফেরা)* ঃ অশ্বগন্ধা মূল খুবই উচ্চ মাত্রার ভারসাম্য রক্ষাকারী (এডাপটোজেনিক) এবং তারুণ্য উদ্দীপক ভেষজ। ইহাতে পর্যাপ্ত জৈব লৌহ থাকার কারণে রক্ত স্বল্পতায় ইহা উপকারী। ইহার এ্যালকালয়েড 'উইথানোলাইড' দেহের স্টেরয়েড হরমোনের ন্যায় ক্রিয়া করে। ইহার এ্যালকালয়েড সমূহ প্রশান্তিকারক এবং অন্ত্র, জরায়ু, শ্বাসনালী, রক্তনালীর পেশীর সংকোচন প্রতিরোধ করে। মাতৃ দুগ্ধ উৎপাদন বাড়ায়, দীর্ঘ মেয়াদী অসুস্থতা ও অবসাদের পর ইহা দ্রুত সুস্থতা ফিরিয়ে আনে।

৩. চোবচীনী *(স্মাইলাক্স চায়না)* ঃ ইহার মূল পরিবর্তন সাধক, মুত্র বর্ধক, ঘর্মকারক, রক্ত পরিষ্কারক এবং বলকারক। ইহা উদ্দীপক, জীবানু নাশক, সংকোচক এবং প্রশান্তিদায়ক। চর্মরোগে ইহা উপকারী, বাত-ব্যথা, সিফিলিস, মৃগী ও পুরনো স্নায়ু রোগে ইহা উপকারী।

৪. ওলট কম্বল *(এব্রোমা অগাস্টা)* ঃ ইহা জরায়ু সংকোচিত করে এবং ব্যথাযুক্ত ঋতুস্রাব, ঋতু বদ্ধতা, বন্ধ্যাত্ব এবং অন্যান্য ঋতুস্রাবজনিত অনিয়ম চিকিৎসায় ইহা কার্যকরী।

৫. সর্পগন্ধা *(রাউলফিয়া সার্পেনটিনা)* ঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিবিধ অনিয়ম দূর করতে ইহা শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইহা টেনশন, অবসাদ দূর করে অর্থাৎ প্রশান্তিদায়ক।

৬. হীরাকষ *(ফেরাস সালফেট)* ঃ লোহিত রক্ত কণিকার গঠনে ইহা গুরুত্বপূর্ণ। ইহা পেশীতে অক্সিজেন ধারণ করে রাখে। কোষের অভ্যন্তরীন শ্বসনের জন্য লৌহ দরকার এবং রক্তের গ্লুকোজকে শক্তিতে রূপান্তরের জন্য ইহা গুরুত্বপূর্ণ।

রোগ নির্দেশনা ঃ অনিয়মিত ঋতুস্রাব, ব্যথাযুক্ত ঋতুস্রাব, ঋতুবন্ধতা, শ্বেত স্রাব, জরায়ুর দূর্বলতা।

সেবন মাত্রা ও সেবন বিধি ঃ বয়স্ক ঃ ১০-২০ মি.লি. (২-৪ চা চামচ), ১-২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঃ নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে নওসিন এর কোন প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঃ এর বিশেষ কোন উপাদানের প্রতি কারো ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা পরিলক্ষিত হলে সেক্ষেত্রে তা প্রতিনির্দেশিত।

গর্ভাবস্থায় ঃ গর্ভকালীন সময়ে নওসিন সিরাপ সেবন নিরাপদ নয়।

সতর্কতা ঃ ঔষধটি অনিয়মিত ঋতুস্রাব ও ব্যথাযুক্ত ঋতুস্রাবের জন্য মাসিকের পর থেকে শুরু করে পরবর্তী মাসিকের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিরাতে ২ চা-চামচ করে; শ্বেতপ্রদরের জন্য রাতে ২ চা-চামচ করে; এবং জরায়ু-প্রদাহের জন্য রাতে ২ চা-চামচ করে সামান্য গরম পানিসহ সেব্য।

সরবরাহ রূপ ঃ প্রতি পেট বোতলে আছে ১০০ মিলি ২০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি সিরাপ।

প্রস্তুতকারক:

দি **ইবনে সিনা** ন্যাচারাল মেডিসিন লিঃ

(ইউনানী বিভাগ)

সফিপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

IBN SINA